ধর্ম বা বিশ্বাস এবং লিঙ্গভিত্তিক অধিকারের স্বাধীনতাঃ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জন্য চ্যালেঞ্জসমূহ

SEA-AIR Project

Funded by the European Union

WORLD FAITHS DEVELOPMENT DIALOGUE

The Network for Religious and Traditional Peacemakers

এই পলিসি সংক্ষেপটি হচ্ছে পাঁচটি পলিসি সংক্ষেপের একটি যেটি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন দ্বারা অর্থায়িত *দক্ষিণপূর্ব এশিয়াঃ আন্তধর্মীয় সংলাপ এবং ধর্ম অথবা বিশ্বাসের স্বাধীনতা (এসইএ-এআইআর)* প্রকল্পের অংশ হিসেবে তৈরি করা হয়েছে। এসইএ-এআইআর প্রকল্পটি এসইএ-এআইআর অংশীদারগণ, বিশেষকরে ইন্টারফেইথ ফেলোস দের অবদানসহ আরও যেসব প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় বাস্তবায়িত হয়েছে তারা হল, দ্য নেটওয়ার্ক ফর রিলিজিয়াস অ্যান্ড ট্র্যাডিশনাল পীসমেকারস, ফিন চার্চ এইড, সাথিরাকোসেস নাগাপ্রদীপা ফাউন্ডেশন, ইসলামিক রিলিফ ওয়ার্ল্ডওয়াইড, ওয়ার্ল্ড কনফারেন্স ফর রিলিজয়নস ফর পীস ইনকরপোরেশন, এবং ওয়ার্ল্ড ফেইথস ডেভেলপমেন্ট ডায়ালগ- যারা এই নীতিমালার সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রস্তুতে নেতৃস্থানীয় ছিলেন।

এই প্রকাশনাটি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আর্থিক সহযোগিতায় তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু এর বিষয়বস্তু সম্পূর্ণরূপে ওয়ার্ড ফেইথস ডেভেলপমেন্ট ডায়ালগ এবং দ্য নেটওয়ার্ক ফর রিলিজিয়াস অ্যান্ড ট্র্যাডিশনাল পীসমেকারস এর নিজস্ব, এবং এমন নয় যে এটি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মতামত প্রতিফলিত করে।

যখন লিঙ্গভিত্তিক সমতা উন্নয়নের এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এবং পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত ধারণা, মানবতাবাদী কার্যক্রম চালানো, শান্তিপ্রতিষ্ঠা করা, এবং বিভেদসমূহের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করা খুব বিশেষ গুরুত্ব বহন করে- যে বিভেদসমূহ প্রায়শই নারী আন্দোলনকে বা নারীদের পক্ষে যারা কথা বলেন তাদেরকে অন্যদের থেকে আলাদা করে ফেলে। [1] প্রথাগত শান্তিপ্রক্রিয়া ও কমিউনিটি কার্যক্রমে এই সেতুবন্ধন মারাত্মকভাবে অনুপস্থিত। ধর্মীয় পরিচয় যেখানে আলোচ্য সেখানেও গভীর ব্যাবধান উপস্থিত, এমনকি সেইসব কমিউনিটিতেও যারা নারীদের হয়ে কথা বলেন। মূলধারার নারীবাদী আন্দোলন থেকে সেইসব নারীদের প্রায়ই পাশ কাটিয়ে দেখা হয় যারা ধর্মবিশ্বাসী। লিঙ্গীয় অধিকারের প্রতি সংবেদনশীল হয়ে শান্তিপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা না করা এবং FoRB এর প্রচার কার্যক্রমের অভাবে, নারী ও অন্যান্য লিঙ্গীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর জন্য বিদ্যমান ক্ষতিকর অবকাঠামোকে বা তাদের প্রতি আচরণকে আরও নাজুক করে তোলে যা পারস্পরিক সংঘাতকে আরও বাড়ায়। এই পরিস্থিতি দেশ ও অঞ্চলভেদে আলাদা, তাই প্রাসঙ্গিক বিষয়ে সতর্কভাবে মনোযোগ দেওয়া অপরিহার্য। সামাজিক দ্বন্দের কারণগুলো বোঝার ও আলোচনায় নিয়ে আসার চেষ্টা করতে গিয়ে সামাজিক মূল্যবোধ এবং আইনগত কাঠামোতে (যেমন পারিবারিক আইন) ধর্মীয় ঐতিহ্যের প্রকাশকে খুব বিরলক্ষেত্রেই তলিয়ে দেখা হয়, কিন্তু এগুলো ধর্ম ও বিশ্বাসের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বাধা তৈরি করে যা নারী ও কন্যাশিশুদের উপর সরাসরি ও নির্দিষ্টভাবে প্রভাব ফেলে। এগুলো কীভাবে ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গে আলাদাভাবে কাজ করে তার বিশ্লেষণ করা অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্যতা রাখে। সামাজিক সংহতি, এবং আরও বড় পরিসরে ভাবলে শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে, লিঙ্গীয় সমতা এবং FoRB উভয়ই বহুভাবে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। এই ব্যাপারে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে যে ধর্মীয় অনুশাসন যখন শান্তি প্রতিষ্ঠা বা দ্বন্দ নিরসনের চেষ্টায় নারীর অংশগ্রহণকে সীমিত করে তোলে কিংবা নারীর প্রতি সহিংসতাকে উস্কে দেয় তখন এর ফলে যে সামাজিক দ্বন্দের জন্ম নেয় তাকে লিঙ্গীয় সমতা এবং FoRB এর মধ্যকার পারস্পরিক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ককে পরিষ্কারভাবে উপলব্ধির মাধ্যমে প্রশমিত করা সম্ভব এবং উচিৎ। সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠা ও নারীদের সমঅধিকার নিশ্চিতের মাধ্যমে যে সুপ্রতিষ্ঠিত সুবিধাগুলি পাওয়া যায়, নারীর প্রতি হিংসাত্মক কর্মকাণ্ডের ফলে নারীর সেগুলো পাওয়া ব্যাহত হয়।

ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতা (**FoRB**) এবং লিঙ্গীয় সমতার ধারণাগুলি কি পারস্পরিক সাংঘর্ষিক?

জাতিসংঘের এলিমিনেশন অফ অল ফরমস অফ ডিসক্রিমিনেশন অ্যাগেইনস্ট উইমেন (CEDAW) কনভেনশন আইনসিদ্ধ হওয়ার পর থেকে নারী অধিকার এবং ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতার (FoRB) অধিকারের মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে দ্বন্দ তৈরি হয়েছে জাতিসংঘের কিছু সংস্থার মধ্যে এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও। একটি বহুল প্রচলিত চিন্তার বিষয় হল ধর্মের নামে প্রায়ই নারীদের ও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্য করা হয়। FoRB কে সমর্থন ও বৈধতা দেওয়া CEDAW এর মূল প্রতিপাদ্যের সাথে পরস্পরবিরোধী বলে মনে হতে পারে। বিভিন্ন গবেষণা ও আইনপত্র এই পরস্পরবিরোধিতা ও বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে সম্ভাব্য পরস্পর সাংঘর্ষিক বিষয়গুলো নিয়ে আলোকপাত করে। যেমন, ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত পারিবারিক ও নৈতিক আইন, পিতৃতান্ত্রিকতা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জোর-জবরদস্তি, এবং শরীরের উপর রাষ্ট্রের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ নারী ও অন্যান্য লিঙ্গীয় সংখ্যালঘুদের সম্পত্তির অধিকার, সেবাপ্রাপ্তির অধিকার, এবং নিরাপত্তার মত মৌলিক অধিকারগুলোকে লঙ্ঘন করে। ক্রমশ বাড়তে থাকা বিভিন্ন গবেষণায় স্বীকার করা হয়েছে যে পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে শান্তি ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত সমস্যাগুলোতে নারীদের অংশগ্রহণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ১৩২৫ নং রিজল্যুশনের অধীনে দ্যা উইমেন, পীস অ্যান্ড সিকিউরিটি নামের যে আলোচ্য বিষয় ছিল সেখানে, "সংঘাত মোকাবেলা ও নিরসনে, শান্তি-আলোচনায়, শান্তি-প্রতিষ্ঠায়, শান্তি-রক্ষায়, মানবিক প্রতিক্রিয়ায়, এবং সংঘাত-পরবর্তী পুনঃনির্মাণে নারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা সুনিশ্চিত করা হয়েছে। একইসাথে শান্তি ও নিরাপত্তা সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে সকল প্রচেষ্টায় নারীদের পুরোপুরি যুক্ত করা ও সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার গুরুত্ব ব্যাক্ত করা হয়েছে।" [2] এই রিজল্যুশন সংঘাতের ফলে উদ্ভূত যৌন সহিংসতা থেকে নারী ও কন্যাশিশুদের রক্ষা করার জন্য নারীবান্ধব কার্যক্রম তৈরি ও বাস্তবায়নের ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্যও আলোকপাত করে। FoRB এর অধিকারকে সঠিকভাবে বুঝতে পারলে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে ধর্মের নামে মানবাধিকার লঙ্ঘনের *বৈধতা* এটি দেয় না। লিঙ্গীয় সমতার অধিকার এবং ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতার (FoRB) অধিকারের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতা সম্পর্কে বুঝতে হলে নীচের বিষয়গুলো সাহায্য করবে বলে আশা করা যায়ঃ

[1] এই সংক্ষিপ্ত বিবরণীর জন্য SEA-AIR প্রকল্প সম্পর্কিত যেসব উদাহরণ ও তথ্য ব্যাবহার করা হয়েছে তা যেসব দেশ ও অঞ্চলকে প্রতিনিধিত্ব করে সেগুলো হলঃ দক্ষিণ এশিয়া থেকে বাংলাদেশ এবং শ্রীলংকা, এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে থাইল্যান্ড এবং ইন্দোনেশিয়া।

[2] "ল্যান্ডমার্ক রিজল্যুশন অন উইমেন, পীস অ্যান্ড সিকিউরিটি (সিকিউরিটি কাউন্সিল রিজল্যুশন ১৩২৫)." ২৫শে মার্চ, ২০২১ এ দেখা হয়েছে। https://www.un.org/womenwatch/osagi/wps/

- FoRB ধর্মের নামে বৈষম্য এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনকে সমর্থন করে না। FoRB ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয়ভাবে একজন ব্যক্তির বা একটি গোষ্ঠীর (যৌনপরিচয়, লিঙ্গ, জাতি, জাতিসত্তা, এবং অন্যান্য সামাজিক শ্রেণী নির্বিশেষে) ধর্মবিশ্বাস রাখা, নতুন ধর্মগ্রহণ, ধর্ম পরিবর্তন, এবং ধর্ম বা বিশ্বাসের প্রকাশ ও পালনের অধিকার সংরক্ষণ করে।
- FoRB নারী এবং সেক্সুয়াল অরিয়েন্টেশন অ্যান্ড জেন্ডার আইডেন্টিটি (SOGI) সংখ্যালঘুদের ধর্ম প্রকাশ ও পালনের অধিকারের পক্ষে কথা বলে এবং স্বীকৃতি দেয় "এমনকি সেটা গোঁড়া ধর্মীয় গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে গেলেও।" [3]
- FoRB নির্দিষ্ট লিঙ্গভিত্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতি কোনরকমের বৈষম্য বা ক্ষতিকর আচরণ যেমন নারীদের জননাঙ্গচ্ছেদ, বাল্যবিবাহ, সম্মানরক্ষার্থে হত্যা, অথবা লিঙ্গকেন্দ্রিক সহিংসতার মত বিষয়গুলোকে সমর্থন করে না বা অনুমোদন দেয় না। [4]
- FoRB ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি রাষ্ট্রীয় বা অ-রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কোনও ধরণের সহিংসতা এবং বৈষম্যকে সমর্থন দেয় না। এই বিষয়টির প্রতি জোর দেওয়া দরকার কারণ ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি সহিংসতার ক্ষেত্রে প্রায়শই ধর্ষন, জোরপূর্বক নির্বীজকরণ, জোরপূর্বক বিয়ে, অপহরণ, জমি দখল, ইত্যাদির মত কিছু স্পষ্ট নৃশংসতা জড়িত থাকে কন্যাশিশু, নারী, হিজড়া জনগোষ্ঠী, এবং অন্যান্য SOGI সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে।
- FoRB ধর্মের সাথে জড়িত অন্যান্য লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যকেও সমর্থন করে না যেমন বৈষম্যমূলক নীতিমালা যা নারীদের স্বত্বাধিকারকে অগ্রাহ্য করে, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে নারীদের অসম অবস্থান, এবং বাধ্যতামূলক পোশাকনীতি।
- গবেষণায় দেখা গেছে যেসব দেশে ধর্মীয় স্বাধীনতা কম, তারা লিঙ্গীয় সমতার সূচকেও খুব খারাপ অবস্থানে থাকে। অতএব, ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার এবং লিঙ্গীয় সমতার অধিকার পরস্পরবিরোধী নয় বরং প্রায়শই একে অন্যের পরিপূরক।

লিঙ্গীয় সমতা একটি মৌলিক মানবাধিকার যেটা নিয়ে সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস (SDGs) এ জোর দেওয়া হয়েছে। SDG ৫ এর ৯টি লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে যা লিঙ্গীয় সমতা অর্জন ও নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যমাত্রাকেই পুনর্ব্যাক্ত করে। এই লক্ষ্যসমূহের অন্তত পাঁচটির সাথে FoRB সরাসরি প্রাসঙ্গিকঃ

- ৫.১ সকল নারীর প্রতি সর্বত্র সব ধরণের বৈষম্য বিলোপ করা।
- ৫.২ গণ ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে মানবপাচার এবং যৌন ও অন্যান্য নিপীড়নসহ নারীর প্রতি সব ধরণের সহিংসতা নির্মূল করা।
- ৫.৩ সকল ক্ষতিকর কার্যক্রম যেমন বাল্যবিবাহ, জোরপূর্বক বিবাহ, নারী জননাঙ্গচ্ছেদ নির্মূল করা।
- ৫.৫ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, এবং জনজীবনের সকল পর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণ এবং নেতৃত্বদানের সমান সুযোগ নিশ্চিত করা।
- ৫.গ সব পর্যায়ের সকল নারীর জন্য লিঙ্গীয় সমতা ও ক্ষমতায়ন প্রচলন করতে যথাযথ নীতিমালা ও প্রয়োগযোগ্য আইন প্রণয়ন ও শক্তিশালী করা।

এই আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট যে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুশীলন ও FoRB এর প্রয়োগসমূহের ভিন্ন ভিন্ন উপাদানসমূহের মধ্যে থেকে যাওয়া জট ছাড়ানো প্রয়োজন যাতে করে তা এই দুই ধরণের অধিকারের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করে এবং দিনশেষে মৌলিক মানবাধিকারকে নিশ্চিত করে। এই পটভূমিকাকে পিছনে রেখে, ধর্ম-প্রভাবিত যেসব বৈষম্য ও মানবাধিকার লঙ্ঘন রাষ্ট্রীয় এবং অ-রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইতোমধ্যে বিদ্যমান, সেগুলোকে চিহ্নিত করা ও খতিয়ে দেখাও খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ এগুলো FoRB অধিকার এবং লিঙ্গীয় সমতার অধিকার উভয়কেই ব্যহত করে।

[3] পিটারসন, এম. জে. (এন.ডি.). প্রমোটিং ফ্রিডম অফ রিলিজিয়ন অর বিলিফ অ্যান্ড ইকুয়ালিটি ইন দ্য কনটেক্সট অফ দ্য সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলসঃ আ ফোকাস অন অ্যাকসেস টু জাস্টিস, এডুকেশন অ্যান্ড হেলথ। ১০৮।

[4] "স্টেটস শুড নট ইউজ রিলিজিয়াস বিলিফস টু জাস্টিফাই উইমেন অ্যান্ড এলজিবিটি+ রাইটস ভায়োলেশনস – ইউএন এক্সপার্ট," দ্য অফিস অফ দ্য হাই কমিশনার ফর হিউম্যান রাইটস, ২রা মার্চ, ২০২০, https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25644&LangID=E

লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের ১০টি বৃহত্তর ক্ষেত্র

বৈশ্বিকভাবে, গত কয়েকযুগে দেশগুলো অগ্রসর হয়েছে যেমন আরও বেশী বেশী মেয়েদের স্কুলে পাঠিয়ে, বাল্যবিবাহ কমিয়ে এনে, আইনসভায় ও নেতৃত্ব প্রদানে নারীদের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি করে, আন্তর্জাতিক আইন ও নীতিমালার সাথে সমন্বয় করে লিঙ্গীয় সমতার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে। দক্ষিণ এশিয়ায় বাল্যবিবাহের হার ২০০০ সাল থেকে প্রায় ৪০% কমে এসেছে। [5] তবে এখনও অনেক চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে যেগুলোর জন্য অবিলম্বে সহযোগিতামূলক ও সৃষ্টিশীল কার্যক্রম দরকার। বৈষম্যমূলক সামাজিক রীতি এবং আইন যেমন আখ্যামূলক প্রথাগত আইন অনেক নারী ও লিঙ্গীয় সংখ্যালঘুদের প্রান্তিক গোষ্ঠী হিসেবে উপস্থাপন করে তাদের স্বত্বাধিকার, বিয়ে, বিবাহবিচ্ছেদ, উত্তরাধিকারপ্রাপ্তি, সম্পত্তির অধিকার ইত্যাদিতে সমানাধিকার ব্যাহত করে। পুত্রসন্তান এবং কন্যাসন্তানের জন্য সমান উত্তরাধিকার আইন নেই ৩৯টি দেশে। সারাবিশ্বে মাত্র ১৩% নারীর নিজস্ব মালিকানাধীন কৃষিজমি আছে। [6] এক হিসেবে দেখা যায় যে আনুমানিক ২.৫ বিলিয়ন নারী এমন সব দেশে বাস করেন যেখানে লিঙ্গীয় বৈষম্যমূলক আইন রয়েছে। [7] প্রায়শই, এইসব আইন এবং সামাজিক প্রথা ধর্মের ভিত্তিতে তৈরি হয় এবং ধর্মীয় আদালত এবং/বা ধর্মীয় নেতার দ্বারা অনুশাসিত হয়। লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা এবং নারীদের জননাঙ্গচ্ছেদ প্রায়শই পুরুষতান্ত্রিক ধর্মীয় প্রথার সাথে সম্পর্কিত। জাতিসংঘের এক হিসাব মতে ১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সী নারীদের প্রায় প্রতি পাঁচজনে একজন বিগত ১২ মাস সময়ের মধ্যে তাদের সঙ্গীর দ্বারা শারীরিক বা যৌন সহিংসতার শিকার হয়েছেন বলে জানিয়েছেন। [8] এমন ৪৯টি দেশ আছে যেখানে নারীদের এমন নির্দিষ্ট সহিংসতা থেকে রক্ষার জন্য কোনও আইন নেই। COVID-19 মহামারি এই অবস্থার আরও অবনতি ঘটিয়েছে কারণ বাধ্যতামূলক গৃহ-অবরোধ এবং অন্যান্য সীমাবদ্ধকর জনস্বাস্থ্য পদক্ষেপের কারণে নারীদের সাহায্যপ্রাপ্তির সুযোগ আরও সীমিত হয়েছে। যদিও বৈশ্বিকভাবে বাল্যবিবাহ ও নারী জননাঙ্গচ্ছেদের প্রবণতা কমতির দিকে, কিন্তু তারপরও এখনও এই সংখ্যা হতবাক করার মত। সাম্প্রতিক পাওয়া তথ্যানুযায়ী, প্রায় ৭৫০ মিলিয়ন মেয়ে তাদের বয়স ১৮ হবার আগেই বাল্যবিবাহের শিকার হয়েছে এবং ৩০টি দেশে কমপক্ষে ২০০ মিলিয়ন নারী ও কন্যাশিশুকে জননাঙ্গচ্ছেদের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে বলে জানা যায়। [9] নীচের চিত্রটি ১০টি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত ক্ষেত্রকে বুঝতে সাহায্য করবে যেগুলো বৈশ্বিকভাবে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে FoRB এর সাথে সম্পর্কিত।

---

[5] ইউনিসেফ। *এন্ডিং চাইল্ড ম্যারেজঃ প্রগ্রেস অ্যান্ড প্রস্পেক্টস।* ২০১৩।
https://www.unicef.org/media/files/Child_Marriage_Report_7_17_LR..pdf

[6] ইউএন সেক্রেটারি-জেনারেল'স হাই-লেভেল প্যানেল অন উইমেন'স ইকোনমিক এমপাওয়ারমেন্ট। লিভ নো ওয়ান বিহাইন্ডঃ আ কল টু অ্যাকশন ফর জেন্ডার ইকুয়ালিটি অ্যান্ড উইমেন'স ইকনমিক এমপাওয়ারমেন্ট। ২০১৬।

[7] ইউএন উইমেন, *ইকুয়ালিটি ইন ল ফর উইমেন অ্যান্ড গার্লস বাই ২০৩০। আ মাল্টিস্টেকহোল্ডার স্ট্রাটেজি ফর অ্যাকসেলেরেটেড অ্যাকশন*, ২০১৯

[8] ইউনাইটেড নেশনস সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট। "জেন্ডার ইকুয়ালিটি অ্যান্ড উইমেন'স এমপাওয়ারমেন্ট।" ১৮ই জুন, ২০২১ এ দেখা হয়েছে। https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/.

[9] পূর্বোক্ত

চিত্র ১ FoRB এর সাথে সম্পর্কিত লিঙ্গীয় বৈষম্যের পরিসরসমূহ

লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের দক্ষিণ/দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অভিজ্ঞতা

দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলো লিঙ্গীয় সমতার ক্ষেত্রে স্থিতিশীল ও সাধারণবিচারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখিয়েছে। প্রায় সবগুলো দেশ জাতিসংঘের জেন্ডার ইনইকুয়ালিটি ইনডেক্সে গত কয়েক দশক ধরে উন্নতি দেখিয়েছে। [10] কিন্তু তারপরও, লিঙ্গীয় অসমতা প্রায় সকল বয়সশ্রেণীর জন্য এখনও বিদ্যমান। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ও ধর্মীয় প্রথা, মূল্যবোধ, এবং কার্যকর নীতিমালার অভাব প্রায়শই একে অন্যের সাথে জট পাকিয়ে উন্নয়নকে বাধাগ্রস্থ করে। বর্তমান COVID-19 মহামারি নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্যের পরিস্থিতির অবনতি ঘটিয়েছে। মৌলিক সামাজিক সূচকগুলো যেমন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, এবং নিরাপত্তা দেখিয়ে দেয় যে দেশগুলি লিঙ্গীয় অসমতার ক্ষেত্রে কেমন অবস্থানে আছে। এই অঞ্চলের সকল দেশে ছেলেদের থেকে মেয়েদের সংখ্যা কম। ইন্দোনেশিয়া এবং ফিলিপাইনসে মেয়েদের থেকে ছেলেদের সংখ্যা এক মিলিয়নের চেয়েও বেশী। বয়স পিরামিড থেকে আন্তর্জাতিক মান থেকে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য ধরা পড়ে, যদিও তার বিন্যাস ও ধারা দেশভেদে ভিন্ন ভিন্ন। এর অন্যতম কিছু সরাসরি কারণ হল জন্মের আগেই শিশুর লিঙ্গ বাছাই করা, পাঁচ বছরের কম বয়সী কন্যা শিশুদের উচ্চ মৃত্যুহার, এবং দেশান্তরের বিন্যাসে পার্থক্য। [11]

স্বাস্থ্যকল্যাণের ক্ষেত্রে লিঙ্গভেদে নির্দিষ্ট এবং উল্লেখযোগ্য প্রভাব রয়েছে। দারিদ্র্য ও খাদ্য অনিশ্চয়তার ক্ষেত্রে নারী ও কন্যা শিশুরা সাধারণত পুরুষের তুলনায় বেশী অনুপাতে কষ্ট সহ্য করেন। [12] কিশোরী মেয়েরা একই বয়সের কিশোরদের তুলনায় বেশী রক্তস্বল্পতায় ভোগে। দুর্বল জননস্বাস্থ্যসেবা, যৌনশিক্ষা সম্পর্কে সামাজিক ট্যাবু, এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির অপ্রাপ্যতা মেয়েদেরকে অকাল-গর্ভধারণের ঝুঁকিতে রাখে। ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, এবং ফিলিপাইনসে গর্ভপাতের ব্যাপারে কঠিন আইনি বিধিনিষেধ রয়েছে। মালয়েশিয়া ও মিয়ানমারে অনেক নারীর বিবাহোত্তর ধর্ষন থেকে কোনও সুরক্ষা নেই। অপরদিকে ছেলেরা শিশুশ্রম, আঘাতপ্রাপ্তি, এবং আত্মহত্যার ঝুঁকিতে থাকে। বেশীরভাগ দক্ষিণ/দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে এই ধারা তৈরি হয়েছে সরকারগুলোর স্বাস্থ্য ও শিক্ষাখাতে স্বল্পব্যয়ের প্রবণতা থেকে। উদাহরণস্বরূপ, ইন্দোনেশিয়া, মিয়ানমার, এবং ফিলিপাইনস স্বাস্থখাতে তাদের

[10] "জেন্ডার ইনইকুয়ালিটি ইনডেক্স," ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম, (এন.ডি.), http://hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-index-gii

[11] "জেন্ডার কাউন্টসঃ ইস্ট অ্যান্ড সাউথইস্ট এশিয়া," ইউনাইটেড নেশনস ইন্টারন্যাশনাল চিল্ড্রেন'স ইমারজেন্সি ফান্ড, আগস্ট, ২০২০, https://www.unicef.org/eap/reports/gender-counts-east-and-southeast-asia

[12] বুডেট এমএম, বুইট্রাগো পি, ডে লা ব্রি বিএল, এট আল., জেন্ডার ডিফারেন্সেস ইন পোভারটি এন্ড হাউসহোল্ড কম্পোজিশন থ্রু দ্য লাইফ সাইকেল. ২০১৮.

জিডিপির মাত্র ১% প্রায় (দেশভেদে ১-৩%) ব্যয় করে এবং শিক্ষাখাতে জিডিপির মাত্র ২-৪% এর কাছাকাছি (দেশভেদে ২-৭%) ব্যয় করে থাকে। [13]

এই অঞ্চলে নারীর প্রতি সহিংসতার কিছু স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে যার কিছু কিছু ধর্মীয় ঐতিহ্য এবং প্রাতিষ্ঠানিক অনুশাসনের সাথে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে জড়িত। বাল্যবিবাহ এবং দাম্পত্যসঙ্গীর দ্বারা সংঘটিত সহিংসতার শিকার হন অনেক নারী ও কন্যা শিশু। থাইল্যান্ডে ২০-২৪ বছর বয়সী তরুণীদের প্রতি পাঁচজনে একজনেরও বেশী তরুণীর বিয়ে হয়েছে ১৮ বছর বয়স হবার আগেই। একইভাবে, মিয়ানমারে ২০% নারী তাদের দাম্পত্যসঙ্গীর দ্বারা শারীরিক এবং/বা যৌন সহিংসতার সম্মুখীন হন। [14] বাংলাদেশে বিবাহিত নারীদের ৭০% এর বেশী কোনও না কোনওভাবে অবমাননার শিকার হয়েছেন তাদের দাম্পত্যসঙ্গীর দ্বারা। [15] এই অঞ্চলের মেয়েরা মানবপাচার ও যৌনপাচারের অধিকতর ঝুঁকিতে আছে। এখানের বাচ্চারা সাধারণত স্কুল ও নিজের বাড়িতে কঠোর অনুশাসনের মধ্য দিয়ে বড় হয়। পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী মুসলিম অধ্যুষিত দেশ ইন্দোনেশিয়ার প্রায় অর্ধেক নারী (৬০ মিলিয়ন) জননাঙ্গচ্ছেদ বা খৎনার (FGM/C) সম্মুখীন হন বলে ধারণা করা হয়। [16]

লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের এই আঞ্চলিক প্রবণতা এটাই প্রতীয়মান করে যে এইসব বৈষম্যের শেকড় সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আইনগত, এবং রাজনৈতিক কাঠামোর ও প্রেক্ষাপটের অনেক গভীরে প্রোথিত এবং দেশভেদে ভিন্ন ভিন্ন।

দেশভিত্তিক অবস্থার পর্যালোচনা

এর পরের অংশে নির্বাচিত কিছু দেশের অবস্থা উপস্থাপন করা হয়েছে যাতে করে সেখানকার প্রায় প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাওয়া লিঙ্গ-ভিত্তিক বৈষম্যের চিত্র ফুটে ওঠে। এইসব বৈষম্য পরিবার ও পরিবারের বাইরে বিদ্যমান আইনের কাঠামো, লিঙ্গ-ভিত্তিক অনুশাসন, এবং সহিংসতার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। দেশগুলোর লিঙ্গ-ভিত্তিক বঞ্চনার ধর্মীয় মাত্রা সম্পর্কে যতটুকু তথ্য পাওয়া গেছে তা এই অংশে সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। বেশীরভাগ দেশেই নাগরিক আইন বেশ প্রগতিশীল এবং সমতাবাদী হলেও বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার, এবং পারিবারিক সমস্যায় ধর্মীয় বা ঐতিহ্যগত আইন মেনে চলা হয়। যেহেতু বিবাহ, উত্তরাধিকার, এবং নিরাপত্তা এই প্রধান তিন বিষয়ে লিঙ্গীয় বৈষম্য প্রায়শই দেখা যায় এবং এগুলোর সাথে ধর্মবিশ্বাসের সম্পর্ক আছে, এই সমস্যাগুলো প্রতি বেশী জোর দেওয়া হয়েছে নীচের দেশগুলোর ঘটনা পর্যালোচনায়।

বাংলাদেশঃ

বাংলাদেশ CEDAW এর প্রতি তার সমর্থনজ্ঞাপন করেছে তবে অনুচ্ছেদ ২ (নারীদের প্রতি বৈষম্য নিরসনে নীতিমালা গ্রহণ) এবং অনুচ্ছেদ ১৬/১ (বিবাহ) এর অধিকার সংরক্ষণ করে। এর দ্বারা এটাই প্রতিফলিত হয় যে এই দুই বিষয়ে ধর্মীয় আইন প্রাধান্য পায়। [17] মুসলিম বিবাহের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের সম্মতি এবং নিবন্ধনের প্রয়োজন হয়। যদিও পরিবারের ঠিক করা বিয়ের ক্ষেত্রে মেয়েদেরকে জোর-জবরদস্তি করা হরহামেশাই ঘটে থাকে। পুরুষের ক্ষেত্রে বহুবিবাহ স্বীকৃত শর্তসাপেক্ষে (সর্বোচ্চ চার স্ত্রী, স্ত্রীদের প্রতি সমান আচরণ, এবং স্থানীয় প্রশাসনের অনুমোদন), তবে নারীদের ক্ষেত্রে তা কখনোই স্বীকৃত নয়।

হিন্দু বিয়ের ক্ষেত্রে প্রায় সময়ই নিবন্ধন করা হয় না এবং প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ধর্মীয় সংস্কার হিসেবে দেখা হয়। যদিও সরকার হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন ২০১২ পাশ করেছে, ২০১৩ সালের একটি সংযুক্তিতে নিবন্ধনের বিষয়টাকে উভয়পক্ষের নিজস্ব বিবেচনার উপর

---

[13] "জেন্ডার কাউন্টস।"

[14] পূর্বোক্ত

[15] "ভায়োলন্স অ্যাগেইন্সট উইমেন অ্যান্ড গার্লস ইন বাংলাদেশঃ ব্যারিয়ারস টু লিগ্যাল রিকোর্স অ্যান্ড সাপোর্ট," হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, ২৯শে অক্টোবর, ২০২০, https://www.hrw.org/report/2020/10/29/i-sleep-my-own-deathbed/violence-against-women-and-girls-bangladesh-barriers

[16] "স্টাডিঃ ইন্দোনেশিয়ানস এমব্রেস এফজিএম অ্যাজ রিলিজিয়াস, ট্র্যাডিশনাল প্র্যাকটিস । ভয়েস অফ আমেরিকা – ইংলিশ।" ২৯শে মার্চ, ২০২১ এ দেখা হয়েছে। https://www.voanews.com/east-asia-pacific/study-indonesians-embrace-fgm-religious-traditional-practice

[17] "বাংলাদেশ জেন্ডার ইনডেক্স," অরগানিজেশন ফর ইকনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, (এন.ডি.), https://www.genderindex.org/wp-content/uploads/files/datasheets/2019/BD.pdf

ছেড়ে দেওয়া হয়। [18] একটি নিবন্ধন ব্যাবস্থা ছাড়া বাল্যবিবাহ কীভাবে প্রতিরোধ করা হবে সে ব্যাপারে কোনও নীতিগত কর্মপদ্ধতিও নেই। হিন্দু নারীরা তাদের বিবাহ থেকে বাস্তব কোনও সুবিধা পান না। একজন পুরুষ কতজন স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবেন সে ব্যাপারে কোনও বিধিনিষেধ নেই, তবে মেয়েদের একাধিক স্বামী থাকা নিষিদ্ধ। বিবাহবিচ্ছেদ সাধারণত হিন্দু প্রথাগত আইনে স্বীকৃত নয়। তবে ১৯৪৬ সালের হিন্দু ম্যারিড উইমেন'স রাইট টু সেপারেট রেসিডেন্স আইন অনুযায়ী হিন্দু নারীগণ আদালতের আদেশ নিয়ে স্বামীর থেকে আলাদা হয়ে বসবাসের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। বিধবা বিবাহের অনুমতি আছে তবে একজন বিবাহ তার মৃত স্বামীর সম্পত্তির সকল অধিকার হারান যদি তিনি পুনর্বিবাহ করেন। ১৮৭২ সালের খ্রিস্টান বিবাহ আইন অনুযায়ী বিবাহ নিবন্ধন প্রয়োজনীয় এবং বহুবিবাহ অনুমোদিত না। তবে ১৮৬৯ সালের বিবাহবিচ্ছেদ আইন পুরুষদেরকে নারীদের থেকে বেশী সুবিধা দিয়ে থাকে। [19] বাংলাদেশের বৌদ্ধদের বিবাহ আইন সম্পর্কে খুব কম তথ্যই পাওয়া যায়; বিবাহ নিবন্ধনের কোনও প্রয়োজনীয়তা নেই। [20]

বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের হার সারা পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম বেশী। সরকার ২০১৭ সালে বাল্যবিবাহ নিয়ন্ত্রণ আইন পাশ করেছে যেখানে "বিশেষ অবস্থায়" অথবা "কিশোরীর অধিকতর মঙ্গলের জন্য" মেয়েদের ১৮ বছরের নীচে বিয়ের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, যদিও সেই বিশেষ অবস্থা যে কী হতে পারে সেই সম্পর্কে কোনও সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। [21]

মুসলিম ও হিন্দু উভয় ধর্মীয় আইনেই বয়ঃসন্ধির পরপরই মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। খ্রিস্টান বিবাহ আইনে মেয়েদের বিয়ের জন্য আইনসিদ্ধ বয়স ১৮ এবং ছেলেদের ২১ করা হলেও এমন বিধান রাখা হয়েছে যে পিতামাতার সম্মতি থাকলে সন্তানের আইনগত বিয়ের বয়স আরও কমানো যাবে। [22] যৌতুক এবং যৌতুকের জন্য নারীকে অত্যাচার ধর্মনির্বিশেষে বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। উত্তরাধিকার আইনগুলোও বাংলাদেশে ধর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক।

বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতা, যেমন খুন, মারধোর, এসিড সন্ত্রাস, গণধর্ষন, এবং অন্যান্য শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক। এক প্রতিবেদনে দেখা যায় ২০২০ এর প্রথম নয় মাসে ২৩৫ জন নারী খুন হয়েছেন তাদের স্বামী বা স্বামীর পরিবারের দ্বারা। [23] ২০০১-২০১৯ সাল হিসাব করলে এই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ৩৩০০। তবে এটা সহজেই বোঝা যায় যে "এ ধরণের প্রকৃত ঘটনার একটা ভগ্নাংশমাত্রই" অফিসিয়ালি রিপোর্ট করা হয়। [24] ধর্মীয় ও জাতিস্বত্তাগত সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর নারীদের প্রতি সহিংসতার মাত্রাও অনেক উঁচুতে কারণ তাদের অবস্থান যেন "দ্বিগুণ অবদমনিত" [25]

শ্রীলংকাঃ

---

[18] "হিন্দু ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্টঃ আ প্রটেকটিভ শিল্ড ফর উইমেন," ঢাকা ট্রিবিউন, ১লা ফেব্রুয়ারি, ২০২০, https://www.dhakatribune.com/bangladesh/2020/02/01/hindu-marriage-registration-act-a-protective-shield-for-women

[19] খ্রিস্টান আইন অনুযায়ী নারী ও পুরুষ বিবাহবিচ্ছেদের ক্ষেত্রে সমান অধিকার প্রাপ্ত হন না। ১৮৬৯ সালের ডিভোর্স অ্যাক্ট অনুসারে, "পুরুষ বিবাহবিচ্ছেদের উদ্যোগ নিতে পারবেন এই অভিযোগ করে যে তার স্ত্রী পরকীয়ায় লিপ্ত। অপরপক্ষে, নারী যদি একই অভিযোগে বিবাহবিচ্ছেদ করতে চান সেক্ষেত্রে তাকে অবশ্যই তার স্বামীর পরকীয়া প্রমাণ করে দেখাতে হবে। এছাড়া এই আইনের অধীনে আরও একটি বাড়তি আইন যোগ করা হয়েছে অজাচার, দ্বিপত্নিক পরকীয়া, পায়ুকাম, এবং পশুকাম সম্পর্কে। (ডিভোর্স অ্যাক্ট, সেকশন ১০)। সুত্রঃ "বাংলাদেশ জেন্ডার ইনডেক্স।"

[20] "মর্ডানাইজিং ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন ল ইন বাংলাদেশ," ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ ফিজিক্স অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্স ৩, সংখ্যা ৭ (২০১৩)। https://www.researchgate.net/publication/272409369_MODERNIZING_MARRIAGE_REGISTRATION_LAW_IN_BANGLADESH

[21] "বাংলাদেশ ভোটস ফর চাইল্ড রিস্ট্রেইন্ট অ্যাক্ট – গার্লস নট ব্রাইডস বাংলাদেশ রিঅ্যাক্টস," গার্লস নট ব্রাইডস, ১লা মার্চ, ২০১৭, https://www.girlsnotbrides.org/bangladesh-votes-child-marriage-restraint-act-girls-not-brides-bangladesh-reacts/

[22] "বাংলাদেশ জেন্ডার ইনডেক্স।"

[23] "ভায়োলেন্স অ্যাগেইন্সট উইমেন"

[24] পূর্বোক্ত

[25] "রিপোর্ট অফ দ্য স্পেশাল র‍্যাপোর্টার অন ভায়লেন্স অ্যাগেইন্সট উইমেন, ইটস কজেস অ্যান্ড কনসিকয়েন্সেস, অন হার মিশন টু বাংলাদেশ," দ্য অফিস অফ দ্য হাই কমিশনার ফর হিউম্যান রাইটস, (২০-২৯ মে, ২০১৩), এ/এইচআরসি/২৬/৩৮/এবিডি.২ https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiF8JTMptTuAhVZFFkFHW2EA8sQFjAAegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2FEN%2FHRBodies%2FHRC%2FRegularSessions%2FSession26%2FDocuments%2FA-HRC-26-38-dd2_ar.doc&usg=AOvVaw3ZKLZEm0WuRMQcTDlnXa8c

শ্রীলংকার বিবাহের আইনগণ পরিকাঠামো ১৯০৮ সালের ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অরডিন্যান্স বা সাধারণ আইন এবং তিনটি পৃথক ব্যাক্তিগত আইন যথা- মুসলিম ম্যারেজ অ্যান্ড ডিভোর্স অ্যাক্ট (শ্রীলংকান মুসলিমদের জন্য), কান্ডিয়ান ম্যারেজ অ্যান্ড ডিভোর্স অ্যাক্ট (কান্ডিয়ান সিংহলিজদের জন্য), এবং থেস্বালামি আইন (তামিলদের জন্য) দ্বারা নির্ধারিত। [26] কান্ডিয়ান রীতি অনুসারে বিবাহ নিবন্ধন বাধ্যতামূলক তবে সাধারণ ও মুসলিম আইনে নিবন্ধনকে ঐচ্ছিক রাখা হয়েছে। [27]

শ্রীলংকার প্রায় ২ মিলিয়ন মুসলিম (জনসংখ্যার প্রায় ১০%) মুসলিম প্রথাগত আইনের আয়ত্তাধীন যেটি পূর্বে মুসলিম ম্যারেজ অ্যান্ড ডিভোর্স অ্যাক্ট (MMDA) ১৯৫১ নামে পরিচিত ছিল। MMDA এর বেশ কিছু অংশে বৈষম্যমূলক আইন রাখা হয়েছে, "নারীদের উপর যার প্রভাব ভয়াবহ।" [28] দ্য মুসলিম পার্সোনাল ল রিফর্ম অ্যাকশান গ্রুপ (MPLRAG) যারা মুসলিম নারীদের মানবাধিকারের পক্ষে কথা বলেন, আইনজীবী, গবেষক, এবং লেখকগণ নিম্নোক্ত বৈষম্যমূলক অনুশাসনসমূহ নথিভুক্ত করেছেন যেগুলো MMDA তে বিদ্যমান এবং লিঙ্গীয় সমতাকে সীমিত করে দেয়ঃ [29]

- আইনগতভাবে বাল্যবিবাহকে বৈধতা দেওয়া কারণ এই আইনে মুসলিমদের বিয়ের জন্য ন্যূনতম বয়স ১৮ বছর হিসেবে বলা হয়নি কোথাও (একজন কাজী এমনকি ১২ বছরের কম বয়সী শিশুকেও বিয়ে দিয়ে দিতে পারেন)।
- বিয়ের পাত্রীর কাছ থেকে সম্মতি আদায়ের কোনও আবশ্যিক (এবং লিখিত) বাধ্যবাধকতা নেই।
- নারী ও পুরুষের ডিভোর্সের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা শর্ত।
- শুধুমাত্র স্বামীকে দেওয়া হয়েছে কোনও কারণ ছাড়াই একতরফা ডিভোর্সের অধিকার।
- স্ত্রীর জন্য ডিভোর্স প্রক্রিয়া সময়সাপেক্ষ। এক্ষেত্রে যথাযথ কারণ ও তার প্রমাণ হাজির করতে হয় সাক্ষীসাবুদ ও শুনানির মাধ্যমে।
- স্ত্রী ও সন্তানের ভরণপোষণের বিধান কাজীর ইচ্ছাখুশীমত আরোপিত।
- আগের স্ত্রী বা স্ত্রীদের সম্মতির প্রয়োজন ছাড়াই বা ভবিষ্যৎ স্ত্রীর অজ্ঞাতসারে বহুবিবাহ ও বহুগামিতার প্রচলন।
- নারী যোগ্যতাসম্পন্ন হলেও বিবাহ নিবন্ধক, কাজী, বা কাজীর বোর্ডের সদস্য হওয়ার কোনও অনুমতি নেই। কাজীর পদটি সরকারি অর্থায়নে জনগণের ট্যাক্সের টাকায় নিয়োগ করা হয় অথচ এই পদটির ক্ষেত্রে নারীকে বঞ্চনা করা হয় শুধুমাত্র তার লিঙ্গীয় পরিচয়ের কারণে। অনুচ্ছেদ ১৬(১) এর কারণে এই বৈষম্যকে "বৈধতা" দেওয়া হয়েছে।
- কাজী হওয়ার জন্য কোনও আবশ্যিক যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়ার দরকার হয় না, কাজীদের জন্য কোনও বাধ্যতামূলক ট্রেনিং এর ব্যাবস্থাও নেই।

বর্তমানে শ্রীলংকায় MMDA এর একটি সংশোধনী আনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে যেখানে বিয়ের ন্যূনতম বয়স ১৮, বিয়ের পাত্রীর নিয়ের বিয়ের সম্মতিপত্রে স্বাক্ষরের সুযোগ, এবং নারীর কাজী হবার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। [30]

যদিও MMDA যথেষ্ট সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে এবং বর্তমানে একটা পরিবর্তন আসতে যাচ্ছে, এটা মনে রাখা দরকার যে কান্ডিয়ান আইনেও নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে অপ্রাপ্তবয়স্ক বিবাহের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। অপ্রাপ্তবয়সে মিলনকে বৈধতা দেওয়া হয় "যদি উভয়পক্ষই ১৮ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার পর অন্তত এক বছর একত্রে বসবাস করে, অথবা যদি এই মিলনের ফলে কোনও সন্তান জন্ম নেয়।" [31] সাধারণ বিবাহ নিবন্ধন অধ্যাদেশও বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রে "পরস্পরবিরোধী বিধান" দেয়। আর্টিকেল ১৫ যখন একদিকে ১৮ বছরের নীচে বিয়েকে স্বীকৃতি দেয় না, অন্যদিকে আর্টিকেল ২২ এ এই বিষয়টিকে বাবা-মার সম্মতির উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। [32]

---

[26] "শ্রীলংকা জেন্ডার ইনডেক্স," অরগানিজেশন ফর ইকনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, (n.d.), https://www.genderindex.org/wp-content/uploads/files/datasheets/2019/LK.pdf

[27] পূর্বোক্ত

[28] "ক্রিটিক্যাল ইস্যুস অ্যান্ড কোশ্চেনস টু বি রেইজড উইথ দ্য শ্রীলংকান গভর্নমেন্ট অ্যাট CEDAW কনস্ট্রাকটিভ ডায়ালগ," উইমেন'স অ্যাকশন নেটওয়ার্ক, জুলাই ২০১৬, https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/LKA/INT_CEDAW_NGO_LKA_24266_E.pdf

[29] "সিনহালা – FAQs অন আর্টিকেল ১৬(১)," মুসলিম পার্সোনাল রিফর্ম অ্যাকশান গ্রুপ, (n.d.), https://mplreforms.com/article-16/

[30] "শ্রীলংকা- মুসলিম ম্যারেজ অ্যান্ড ডিভোর্স অ্যাক্ট টু বি অ্যামেন্ডেড," দ্য মিডল ইস্ট নর্থ আফ্রিকা ফিনানশিয়াল নেটওয়ার্ক, ইনক., জানুয়ারি ০৬, ২০২১, https://menafn.com/1101395507/Sri-Lanka-Muslim-Marriage-and-Divorce-Act-to-be-amended

[31] "শ্রীলংকা জেন্ডার ইনডেক্স।"

[32] পূর্বোক্ত

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে শ্রীলংকার বাল্যবিবাহের হার অন্যতম কম। এক হিসাবে দেখা যায় প্রায় ১০% মেয়ে ১৮ বছর বয়স হবার আগে বিয়ে করে বা মিলিত হয় এবং মাত্র ১% ১৫ বছর বয়স হবার আগে। [33] অবশ্য, কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে বাল্যবিবাহের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে বিশেষত অনুন্নত, যুদ্ধগ্রস্থ, এবং ভূপ্রকৃতিগতভাবে শুষ্ক ও অনুর্বর অঞ্চলগুলিতে। [34]

বৈষম্যমূলক বিবাহবিচ্ছেদ আইন নারীদের নিপীড়নমূলক বিয়ে থেকে বের হয়ে আসাকে কঠিন করে তোলে। MMDA পুরুষকে তার ইচ্ছানুযায়ী *তালাক* প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিবাহবিচ্ছেদের অনুমতি দেয়; অন্যদিকে নারীকে বিবাহবিচ্ছেদের জন্য কাজীর আদালতে যেতে হয় এবং স্বামীর "দোষ" প্রমাণ করতে হয়। এই দোষের বিচার করবেন একজন পুরুষ কাজী তার নিজস্ব বিচারবুদ্ধি দিয়ে। কান্ডিয়ান আইনে বিবাহবিচ্ছেদের জন্য নারীকে যথেষ্ট কারণ (যেমন পরকীয়া এবং স্পষ্ট নৃশংসতা) প্রমাণ করতে হয়। শ্রীলংকার উত্তরাধিকার আইনও ব্যক্তি/পারিবারিক আইন দ্বারা নির্ধারিত হয় যেটি ধর্ম ও জাতিস্বত্তার ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন হয়। ১৯৩৮ সালের কান্ডিয়ান ল ডিক্লেয়ারেশন অ্যান্ড অ্যামেন্ডমেন্ট নারী ও পুরুষকে অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে সমান অধিকার দিয়েছে, তবে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে নারীরা সমান উত্তরাধিকারী হতে পারেন না। ১৯৩১ সালের মুসলিম ইনটেস্টেট সাকসেশন অ্যাক্ট অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির সাথে একই সম্পর্কের মেয়ে উত্তরাধিকারী ছেলে উত্তরাধিকারীর থেকে কম সম্পত্তির অংশ পেয়ে থাকেন। একজন বিধবা একজন বিপত্নীক পুরুষের তুলনায় অর্ধেক সম্পত্তি পেয়ে থাকেন। [35]

নারীর প্রতি সহিংসতা শ্রীলংকার কিছু অঞ্চলে বিস্তৃত এবং প্রায়শই কম রিপোর্ট করা হয়। [36] ২০০৯ সালে গৃহযুদ্ধ শেষ হবার পর থেকে উত্তর ও পূর্বদিকের অঞ্চলগুলিতে সেনাবাহিনীর অবস্থান প্রধানত তামিল নারীদের প্রতি লাঞ্ছনা বৃদ্ধি করেছে। [37] শ্রীলংকার GBV প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, "পরিবারের নারী অধিকর্তা, যুদ্ধে বিধবা, প্রাক্তন যোদ্ধা, মানবাধিকারকর্মী, এবং যেসব নারী গৃহযুদ্ধের পর সত্য ও জবাবদিহিতা খুঁজতে যায় তারা বিশেষভাবে সহিংসতা (যেমন ধর্ষণ, অপহরণ, নির্যাতন, কর্মক্ষেত্রে যৌননিগ্রহ, যৌনদাসত্ব) এবং পুলিশ ও মিলিটারির দ্বারা বাড়িঘর আক্রমণের ঝুঁকিতে রয়েছেন।" [38] দ্য প্রিভেনশন অফ টেররিজম অ্যাক্ট পুলিশ ও মিলিটারিকে যে কারও শরীরে তল্লাশি চালানোর অনুমতি দিয়েছে কোনও যথাযথ কারণ বা পূর্বানুমতি ছাড়াই। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলির মতই শ্রীলংকার লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার শিকার যারা তাদের জন্য সুবিচার পাওয়ার সুযোগ সীমিত। এছাড়া তদন্তে অত্যন্ত ধীরগতি, খুবই কম দোষী সাব্যাস্তের হার, এবং অনুমাননির্ভর ইচ্ছানুযায়ী ফলাফল ইত্যাদি তাদেরকে সহ্য করে যেতে হয়। মেয়েদের জননাঙ্গচ্ছেদ করার প্রচলন আছে দাউদি বোহরা সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং এটাকে থামানোর জন্য কোনও ধরণের আইন নেই। [39]

মিয়ানমারঃ

মিয়ানমার বিবাহ সম্পর্কিত আইনের জন্য অনেকগুলি আইনগত কাঠামোকে একত্রিত করেছে যেমন "প্রথাগত, ধর্মীয়, এবং সিভিল আইন যার মধ্যে আছে বুদ্ধিস্ট উইমেন'স স্পেশাল ম্যারেজ অ্যান্ড সাকসেশন অ্যাক্ট ১৯৫৪, দ্য ইসলামিক ম্যারেজ অ্যাক্ট, দ্য ক্রিশ্চিয়ান ম্যারেজ অ্যাক্ট, এবং দ্য হিন্দু কাস্টোমারি ল।" [40] এই বিবাহ আইনগুলো লিঙ্গীয় সমতাকে ব্যহত করে কিনা এবং করলে কীভাবে করে সে ব্যাপারে তথ্য ও উপাত্তের যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে প্রদেশভেদে এই আইনগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয়। তবে এই আইনগুলির কিছু বৈশিষ্ট্য বলপ্রয়োগে বিয়ে দেওয়া ও বহুবিবাহকে নিষিদ্ধ করেছে। মিয়ানমারের প্রথাগত আইনে নারীদের

---

[33] "শ্রীলংকা," গার্লস নট ব্রাইডস, (n.d.), https://www.girlsnotbrides.org/child-marriage/sri-lanka/

[34] শ্রীলংকা জেন্ডার ইনডেক্স।"

[35] "জেন্ডার অ্যান্ড ল্যান্ড রাইটস ডেটাবেসঃ শ্রীলংকা," ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল অর্গানাইজেশন অফ দ্য ইউনাইটেড নেশনস, (n.d.), http://www.fao.org/gender-landrights-database/country-profiles/countries-list/national-legal-framework/inheritance-legal-mechanisms/en/?country_iso3=LKA

[36] "শ্রীলংকা শ্যাডো রিপোর্ট," দ্য উইমেন অ্যান্ড মিডিয়া কালেক্টিভ, জানুয়ারি ২০১৭, https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/LKA/INT_CEDAW_NGO_LKA_26306_E.pdf

[37] "সেক্সুয়াল ভায়োলেন্স ইন শ্রীলংকা," ইউরোপিয়ান সেন্টার ফর কন্সটিটিউশনাল অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস, (n.d.), https://www.ecchr.eu/en/case/sexual-violence-in-sri-lanka/

[38] "শ্রীলংকা শ্যাডো রিপোর্ট।"

[39] "শ্রীলংকা," অর্কিড প্রজেক্ট, (n.d.), https://www.orchidproject.org/about-fgc/where-does-fgc-happen/sri-lanka/

[40] "মিয়ানমার জেন্ডার ইনডেক্স," অরগানিজেশন ফর ইকনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, (n.d.), https://www.genderindex.org/wp-content/uploads/files/datasheets/2019/MM.pdf

বিয়ের জন্য আইনসম্মত বয়স হিসেবে ২০ বছর বলা হলেও এটি ধর্মীয় ঐতিহ্যের ভিত্তিতে পরিবর্তিত হয়। বৌদ্ধ ছেলে ও মেয়েরা বাবা-মার অনুমতিসাপেক্ষে ১৪ বছর বয়সে বিয়ে করতে পারে। [41] মিয়ানমারে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার আছে বিবাহ বিচ্ছেদে এবং উত্তরাধিকারে তবে এই প্রচলন ধর্মীয় পারিবারিক আইন দ্বারা পরিবর্তিত হয়। বৈষম্যের প্রকৃত ধরণ আসলে প্রায় পুরোটাই অজানা।

মিয়ানমারের মত সংঘাত-প্রভাবিত প্রেক্ষাপটে যৌন ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা (**SGBT**) প্রায় সবসময়ই "নীরব ও গোপন" থেকে যায়। [42] এর ফলে বেশীরভাগ **SGBV** এর ঘটনাগুলো অগোচরেই থেকে যায় বিশেষত যখন থেকে মিয়ানমারে সামরিক শাসন শুরু হয়েছে। তবে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপর মিয়ানমারের রাষ্ট্রসমর্থিত সহিংসতা বিশ্ব প্রচারমাধ্যমের নজর কাড়তে সক্ষম হয়েছিল, বিশেষত ২০১৭-১৮ সালের দিকে।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের প্রতিবেদনে প্রকাশ পেয়েছে যে মিয়ানমারের নিরাপত্তাবাহিনী কর্তৃক সংঘটিত নারীর প্রতি নৃশংসতা, ধর্ষণ, এবং যৌন নিগ্রহ শুধুমাত্র গ্রামগুলিতে মূল আক্রমণের সময়ই হয়নি বরং এইসব আক্রমণের কয়েক সপ্তাহ আগে থেকেই চলে এসেছে, অনেকসময় উপর্যুপরি লাঞ্ছনার পর। [43]

থাইল্যান্ডঃ

দ্য সিভিল অ্যান্ড কমার্শিয়াল কোড অফ ১৯২৫ দ্বারা থাইল্যান্ডের বিবাহ, পারিবারিক বিষয়সমূহ, এবং উত্তরাধিকার আইন নিয়ন্ত্রিত হয়। বিয়ে করার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের একই ধরণের অধিকার রয়েছে, তবে বিধবা নারীকে ৩১০ দিন অপেক্ষা করতে হয় আবার বিয়ে করার জন্য যেখানে বিপত্নীক পুরুষকে তেমন কোনও অপেক্ষা করতে হয় না। বিয়ের জন্য আইনসম্মত বয়স নারী পুরুষ উভয়ক্ষেত্রেই ১৭ বছর, তবে বাবা-মার অনুমতিসাপেক্ষে অপ্রাপ্তবয়স্ক বিয়েরও অনুমতি দেওয়া হয় অসংজ্ঞায়িত "বিশেষ" পরিস্থিতিতে। [44] মুসলিমদের মধ্যে এখনও বাল্যবিবাহের প্রচলন আছে বেশীরভাগ দক্ষিণের প্রদেশগুলিতে যেখানে ইসলামি আইন মেনে চলা হয়। তবে ২০১৮ সাল থেকে থাইল্যান্ডে ইসলামের পথনির্দেশক কাউন্সিল নিয়ম করেছে যে ১৭ বছরের নীচে ছেলেমেয়েদের বিয়ের ক্ষেত্রে একটি ধর্মীয় পরিষদের অনুমোদনের প্রয়োজন হবে। [45] সমলিঙ্গের বিয়েকে এখনও থাইল্যান্ডের সিভিল অ্যান্ড কমার্শিয়াল কোড অফ ১৯২৫ অনুযায়ী স্বীকৃতি দেওয়া হয় না যদিও থাই সংবিধানে সমতাবিধানের অঙ্গীকার করা হয়েছে যে, "সকল ব্যক্তি আইনের চোখে সমান, এবং আইনের দ্বারা সমানভাবে অধিকার ও স্বাধীনতা সংরক্ষিত হবে।"[46] তবে সম্প্রতি এই অবস্থার উন্নতি ঘটেছে কারণ থাই ক্যাবিনেট "সিভিল পার্টনারশিপ বিল" নামে নতুন একটি বিল অনুমোদন করেছে যেখানে সমলিঙ্গের দম্পতিদের নিবন্ধনের ব্যাবস্থা রাখা হয়েছে এবং তারা বিপরীত লিঙ্গের দম্পতিদের মতই একই অধিকার পবেন।

---

[41] "মিয়ানমার জেন্ডার ইনডেক্স," অরগানিজেশন ফর ইকনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, (n.d.), https://www.genderindex.org/wp-content/uploads/files/datasheets/2019/MM.pdf

[42] ডেভিস অ্যান্ড ট্রু (২০১৮) দ্য পলিটিক্স অফ কাউন্টিং অ্যান্ড রিপোর্টিং কনফ্লিক্ট-রিলেটেড সেক্সুয়াল অ্যান্ড জেন্ডার-বেসড ভায়োলেন্সঃ দ্য কেস অফ মিয়ানমার। এখান থেকে নেওয়া হয়েছে, https://www.researchgate.net/profile/Jacqui_True/publication/333954913_The_politics_of_counting_and_reporting_conflict-related_sexual_and_gender-based_violence_the_case_of_Myanmar/links/5e5d92bba6fdccbeba1458c0/The-politics-of-counting-and-reporting-conflict-related-sexual-and-gender-based-violence-the-case-of-Myanmar.pdf

[43] "সেক্সুয়াল ভায়োলেন্স বাই দ্য বার্মিজ মিলিটারি অ্যাগেইন্সট এথনিক মাইনরিটিজ," হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, জুলাই ২৫, ২০১৮, https://www.hrw.org/news/2018/07/25/sexual-violence-burmese-military-against-ethnic-minorities

[44] "থাইল্যান্ড জেন্ডার ইনডেক্স," অরগানিজেশন ফর ইকনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, (n.d.), https://www.genderindex.org/wp-content/uploads/files/datasheets/2019/TH.pdf

[45] "থাই ইসলামিক লিডারস টাইটেন রুলস অন চাইল্ড ম্যারেজ," এসোসিয়েট প্রেস, ডিসেম্বার ১৪, ২০১৮, https://apnews.com/article/f6d46cd35d2c460b8e789c835bb96bc3

[46] চন্দ্রন, রিনা. "থাই এলজিবিটি+ অ্যাক্টিভিস্টস ইন লিগাল বিড টু ফোর্স ম্যারেজ ইকুয়ালিটি," রয়টার্সর নভেম্বর ১২, ২০১৯, https://www.reuters.com/article/us-thailand-lgbt-lawmaking-trfn/thai-lgbt-activists-in-legal-bid-to-force-marriage-equality-idUSKBN1XW0J0

নারীর প্রতি সহিংসতা থাই সমাজের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য সমস্যা। **SGBT** সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে কোনও জাতীয় পর্যায়ের পরিসংখ্যান নেই থাইল্যান্ডে। দাম্পত্য সঙ্গীর দ্বারা সংঘটিত সহিংসতাগুলোকে ব্যক্তিগত ব্যাপার হিসেবে ধরা হয় এবং খুব কম ক্ষেত্রেই রিপোর্ট করা হয়। [47]

এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে পারিবারিক সহিংসতার ঘটনা ২০১০ সালের ২৫৭৬৭ থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে ২০১৩ সালে ৩১৮৬৬ হয়েছে। [48] রয়্যাল থাই পলিসি এর প্রতিবেদনে দেখা যায় যে ২০১৯ এর জানুয়ারি ১ ও ডিসেম্বর ৩১ এর মধ্যে ১৯৬৫টি ধর্ষণের অভিযোগ নথিভুক্ত হয়েছে। [49] দক্ষিণের প্রদেশগুলোতে কিছু কিছু FGM এর রিপোর্ট পাওয়া যায়, তবে এর প্রকৃত সংখ্যা ও ব্যপকতা সাধারণত অজানাই থেকে যায়।

ইন্দোনেশিয়াঃ

বিবাহ/বিবাহ-বিচ্ছেদ, পারিবারিক সম্পর্ক, সম্পত্তির উত্তরাধিকার, কুমারিত্ব বজায় রাখা, এবং অর্থনৈতিক অংশগ্রহণের মত বিষয়গুলো ইন্দোনেশিয়ায় সিভিল, প্রথাগত আইন (আদাত), এবং শরিয়া আইন এর সমন্বয়ে কাঠামোবদ্ধ। [50] ১/১৯৭৪ এর বিবাহ আইন অনুসারে সকল বিবাহের জন্য একটি ধর্মানুষ্ঠান ও রাষ্ট্রীয় নিবন্ধন আবশ্যক। এই আইন বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদনের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষকে সমান অধিকার দিয়ে থাকে এবং সমান সামাজিক অবস্থান সংরক্ষণ করে। তবে এই আইনে স্বামীকে "পরিবারের কর্তা" এবং স্ত্রীকে "গৃহস্থালির মা" হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। [51] এই আইন আন্তধর্মীয় বিবাহের বিধানের ব্যাপারে অস্পষ্ট যা কিনা সাংস্কৃতিক ও প্রশাসনিক বাধার কারণে আরও বেশী জটিল। ইন্দোনেশিয়ান উলামা কাউন্সিল আন্তধর্মীয় বিবাহকে "হারাম" বলে ঘোষণা করেছে। সরকারি কর্মচারিরা এমন বিয়েকে নিরুৎসাহিত করে এবং আন্তধর্মীয় বিয়ে নিবন্ধন করতে চায় না। [52] সমলিঙ্গের বিয়ে ইন্দোনেশিয়ায় স্বীকৃত নয় এবং আচেহ ও দক্ষিণ সুমাত্রা প্রদেশে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। বাল্যবিবাহ পুরো দেশজুড়েই ব্যাপকভাবে প্রচলিত। ২০১৮ সালে ৯ জনের ১ জন নারীর বিয়ে হয়েছে ১৮ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার আগেই। [53]

তবে ২০১৯ সালে ইন্দোনেশিয়া মেয়েদের আইনসম্মত বিয়ের বয়স বাড়িয়ে ১৯ বছর করেছে- অন্যান্য দেশগুলির জন্য যা একটি প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত। বাবা-মা এখনও তাদের মেয়েদের বিয়ের জন্য আইনসম্মত বয়স হওয়ার আগেই আবেদন করতে পারে এবং সেক্ষেত্রে কোনও ন্যূনতম বয়সের বিধান নেই।

ইন্দোনেশিয়ায় নারীর প্রতি সহিংসতা অনেক বেশী। ২০১৭ সালে ৯০০০টি পরিবারের উপর জাতীয়পর্যায়ে সংঘটিত একটি সমীক্ষায় দেখা যায় যে ১৫ থেকে ৬৪ বছর বয়স্ক নারীদের ৩৩% শারীরিক এবং/অথবা যৌন সহিংসতার শিকার হয়েছে। ৪২% নারী জানিয়েছেন তাদের স্বাধীনতার উপর নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে যার মধ্যে আছে নিয়ন্ত্রিত সামাজিক মেলামেশা, সঙ্কুচিত ধর্মীয় স্বাধীনতা, এবং সীমাবদ্ধ স্বাস্থ্যসুরক্ষা সেবা। [54] ধর্ষণ ও বিবাহোত্তর ধর্ষণ শাস্তিযোগ্য অপরাধ, যদিও খুব ধর্ষণ ও যৌননিগ্রহের খুব কম ঘটনাই আদালত পর্যন্ত আনা হয়। পেনাল কোডে যৌন লাঞ্ছনাকে খুব দুর্বলভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

নারীর জননাঙ্গচ্ছেদ আরও একটি বড় সমস্যা যেহেতু দেশটি পৃথিবীর মধ্যে তৃতীয় অবস্থানে আছে এর জন্য এবং প্রায় ৪৯% মেয়ে এই প্রথার শিকার হয়। ২০১৩ সালে ইন্দোনেশিয়ান বেসিক হেলথ রিসার্চ এর এক গবেষণায় দেখা যায় যে ৫১% মেয়ে শিশুয়ে

---

[47] মন্টাকারান ছুমেছিত et al. "প্রিভ্যালেন্স অফ ইনটিমেট পার্টনার ভায়োলেন্স ইন থাইল্যান্ড," স্প্রিঙ্গার জার্নাল অফ ফ্যামিলি ভায়োলেন্স, এপ্রিল ০৭, ২০১৮, doi:10.1007/s10896-018-9960-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5986850/

[48] পূর্বোক্ত

[49] সালভা, আনা." থাইল্যান্ড হ্যাজ এ জেন্ডার ভায়োলেন্স প্রবলেম," দ্য ডিপ্লোম্যাট, অক্টোবর ২৬, ২০২০। https://thediplomat.com/2020/10/thailand-has-a-gender-violence-problem/

[50] "সোশ্যাল ইন্সটিটিউশনস অ্যান্ড জেন্ডার ইনডেক্স। " ওইসিডি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার ২০১৯। https://www.genderindex.org/wp-content/uploads/files/datasheets/2019/ID.pdf

[51] ও'শনেসি, কেট. জেন্ডার, স্টেট, এন্ড সোশাল পাওয়ার ইন কন্টেম্পোরারি ইন্দোনেশিয়া. ফার্স্ট এডিশন. লন্ডন. রুটলেজ, ২০০৯.।

[52] "ইন ইন্দোনেশিয়া, ইন্টারফেইথ ম্যারেজ ইজ লিগাল – বাট উইথ মেনি অবস্টাকলস । ভয়েস অফ আমেরিকা – ইংলিশ।" মার্চ ২৮, ২০২১ এ দেখা হয়েছে। https://www.voanews.com/east-asia-pacific/indonesia-interfaith-marriage-legal-many-obstacles.

[53] "চাইল্ড ম্যারেজ ইন ইন্দোনেশিয়া।" মার্চ ২৯, ২০২১ এ দেখা হয়েছে। https://www.unicef.org/indonesia/reports/child-marriage-in-indonesia.

[54] "নিউ সার্ভে শোজ ভায়োলেন্স অ্যাগেইন্সট উইমেন ওয়াইডস্প্রেড ইন ইন্দোনেশিয়া।" মার্চ ২৮, ২০২১ এ দেখা হয়েছে। /fr/node/16015.

খৎনা দেওয়া হয়েছে প্রায় ১১ বছর বয়স পর্যন্ত। ২০১৩ সালের তথ্য অনুযায়ী FGM মূলত ঘটে থাকে ১ থেকে ৫ মাস বয়সের মধ্যে ৭২%, ১-৪ বছর বয়সের মধ্যে ১৩.৯%, এবং ৫-১১ বছর বয়সের মধ্যে ৩.৩%। [55] ইন্দোনেশিয়ায় FGM প্রায়শই ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত। ২০১৭ সালে ১০ টি প্রদেশের ৪২৫০টি পরিবারের উপর চালানো এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে অংশগ্রহণকারীদের ৯২% মনে করেন যে নারী খৎনা একটি ধর্মীয় প্রথা। এই অংশগ্রহণকারীদের প্রায় ৯৭% এই প্রথার বৈধতা দেন ধর্মীয় ও ঐতিহ্যগত প্রথা হিসেবে। FGM ইন্দোনেশিয়ায় একটি রাজনৈতিক ইস্যুও বটে। ২০০৬ সালে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় FGM কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এবং কোনও স্বাস্থকর্মীর বা ডাক্তারের কোনও ধরণের FGM এ অংশ নেওয়াকে নিষিদ্ধ করে। ইন্দোনেশিয়ান উলামা কাউন্সিল এই বিধানকে অগ্রাহ্য করে ২০০৯ সালে একটি ফতোয়া দেয় যে এই আইনটি ইসলাম বিরোধী। সরকার তখন শুধুমাত্র চিকিৎসকের তত্ত্বাবধয়ানে সংঘটিত FGM এর অনুমতি দেয় ২০১০ সালে। তবে প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, FGM নিয়মিতভাবেই ধাত্রী কিংবা আয়াদের দ্বারা সংঘটিত হয় যাদের হয়ত কোনও মেডিক্যাল ট্রেনিং নেই। [56]

যেসব বিষয়ে বিশেষভাবে নজর দেওয়া ও প্রচার চালানো দরকার

- জাতীয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ের নীতিনির্ধারকদেরকে এই বিষয়ে পরিষ্কারভাবে সচেতন করা উচিৎ যে FoRB এবং লিঙ্গীয় সমতার অধিকারের একে অন্যের পরিপূরক এবং এদের মধ্যে একটি সমন্বিত পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে। দ্য ইউএন স্পেশাল র‍্যাপোর্টার অন FoRB [57] ওয়েবসাইটে এই নিয়ে ভাল তথ্য উপাত্ত রয়েছে।
- ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ প্রতিনিধিদের মধ্যে যারা **FoRB** এবং লিঙ্গীয় সমতা নিয়ে কাজ করেন বা এগুলোর জন্য কথা বলেন তাদের নিজেরদের ভেতর আলোচনা ও সহযোগিতার জন্য জাতীয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে অনলাইন ও অফলাইনে সুযোগ তৈরি করতে হবে এবং এ ব্যাপারে উৎসাহ বজায় রাখতে হবে। ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) এবং SAARC[58] এর মত প্ল্যাটফর্মগুলো দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আঞ্চলিক পর্যায়ে এ ধরণের সুযোগ সৃষ্টি ও মানুষকে জড়িত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে।
- নীতিনির্ধারকগণ যাতে এটা বিবেচনায় রাখেন যে **FoRB** এবং লিঙ্গীয় সমতা নিয়ে আলোচনা আসলে বিশ্বব্যাপী টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রার অংশ যে লক্ষ্যমাত্রা সকল প্রকার বৈষম্য যথা ধর্ম, আয়, লিঙ্গ, বয়স, জাতিসত্ত্বা, নৃ-সত্ত্বা, পরিযায়ী অবস্থা, অক্ষমতা, এবং ভূ-তাত্ত্বিক অবস্থানের ভিত্তিতে করা বৈষম্য বিলোপের অঙ্গীকার করে।
- রাষ্ট্রীয় পর্যবেক্ষকদলকে আঞ্চলিক পর্যায়েও নিয়ে আসতে হবে যাতে করে বর্তমান মাঠপর্যায়ের বৈষম্যমূলক আইন, মামলা-মোকদ্দমার প্রক্রিয়া, নীতিমালা, এবং প্রথাসমূ ও লিঙ্গীয় সংখ্যালঘুদের উপর সেগুলোর প্রভাব নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা হতে পারে। আইন সংশোধনে রাষ্ট্রীয় এবং অ-রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রার, নিয়মিত এবং সমন্বিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন। আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ের ঐক্য গঠন একটি প্রাথমিক পদক্ষেপ হতে পারে।
- স্থানীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ের বিভিন্ন ধর্মীয় নেতা যারা লিঙ্গীয় সমতা নিয়ে কথা বলেন তাদেরকে এক করতে পারা একটি মূল চাবিকাঠি হতে পারে। এই দুই পৃথক গ্রুপ হয় একসাথে কাজ করে না অথবা তাদের সমন্বিত কোনও পথ নেই।
- সকল পর্যায়ে লিংভিত্তিক সহিংসতা বন্ধ করা নিয়ে কথা বলতে হবে। এর পূর্বে নির্ভরযোগ্য ও নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ এবং প্রকাশ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সংস্কৃতি ও প্রেক্ষাপট বুঝে তথ্যসংগ্রহের সময় প্রাসঙ্গিক সূচক নির্ধারন করতে হবে। নিয়মিত অর্থায়ন, তথ্যসংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ, এবং তথ্যের মধ্যে ক্রমাগত অসঙ্গতি খুঁজে যাওয়া হচ্ছে কিছু প্রধান পদক্ষেপ।

---

[55] "স্টাডিঃ ইন্দোনেশিয়ানস এমব্রেস এফজিএম অ্যাজ রিলিজিয়াস, ট্র্যাডিশনাল প্র্যাকটিস । ভয়েস অফ আমেরিকা – ইংলিশ।"মার্চ ২৯, ২০২১ এ দেখা হয়েছে। https://www.voanews.com/east-asia-pacific/study-indonesians-embrace-fgm-religious-traditional-practice.

[56] "সোশ্যাল ইন্সটিটিউশন্স এবং জেন্ডার ইনডেক্স।" ওইসিডি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার ২০১৯। https://www.genderindex.org/wp-content/uploads/files/datasheets/2019/ID.pdf

[57] "স্পেশাল র‍্যাপোর্টার অন ফ্রিডম অফ রিলিজিয়ন অর বিলিফ," দ্য অফিস অফ দ্য হাই কমিশনার ফর হিউম্যান রাইটস, https://www.ohchr.org/en/issues/freedomreligion/pages/freedomreligionindex.aspx

[58] সাউথ এশিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর রিজিওনাল কো-অপারেশন।

- ধর্মীয় নেতা এবং আঞ্চলিক পর্যায়ের নাগরিক সমাজের যারা লিঙ্গীয় সমতা নিয়ে কাজ করেন তাদেরকে লিঙ্গীয় সমতা নিয়ে আন্তঃবিশ্বাস দৃষ্টিভঙ্গি কেমন সেই সম্পর্কিত উপাদানগুলো জোগান দিতে হবে। তরুণ সমাজ এবং সমাজে প্রভাববিস্তার করা মানুষদেরকে এটা বোঝানো জরুরী যে ধর্মীয় টেক্সটের অনেক রকম ভিন্ন ব্যাখ্যা থাকা সম্ভব।
- লিঙ্গভিত্তিক নীতিমালা ও কার্যক্রমকে নারী-পুরুষ শুধু এই দুই শ্রেণির বাইরে গিয়ে সকল লিঙ্গীয় সংখ্যালঘুকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। লিঙ্গীয় সমতা নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে যখন ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলো নিয়ে কথা বলা হয় তখন প্রায়ই পুরুষ বা ছেলেদেরকে বাদ দেওয়া হয় আলোচনা থেকে, এই প্রবণতা থেকে বেরিয়ে আসা উচিৎ।
- পুরুষতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে আন্দোলনে পুরুষদের অংশ নেওয়া এবং লিঙ্গীয় সমতা বা নারীর ক্ষমতায়নের মত কার্যক্রমে পুরুষকে যুক্ত করা খুবই জরুরী, কিন্তু এক্ষেত্রে আরও উদ্ভাবনী হতে হবে কৌশল নির্ধারনে ও পথনির্দেশনায়। বিষয়গুলোকে নারী বনাম পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হিসেবে না দেখিয়ে নারী এবং পুরুষের উভয়ের পারস্পরিক বিষয় হিসেবে তুলে ধরলে হয়ত আরও ভাল হবে।
- সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন (**CSO**) এবং লিঙ্গীয় সমতার পক্ষ নিয়ে যারা কথা বলেন তারা প্রায়ই গোঁড়া ধর্মবাদীদের আক্রমণের শিকার হন। তাই CSO কে আরও আর্থিক সহায়তা, সুযোগ, এবং সুবিধা দিতে হবে যাতে করে তারা সহজে এবং মুক্তভাবে দেশ ও দেশের বাইরে চলাফেরা করতে পারেন।

“দক্ষিণপূর্ব এশিয়াঃ আন্তধর্মীয় সংলাপ এবং ধর্ম অথবা বিশ্বাসের স্বাধীনতা (এসইএ-এআইআর)” প্রকল্পটি ইউরোপীয়ান ইউনিউনের অর্থায়নে এবং দ্য নেটওয়ার্ক ফর রিলিজিয়াস অ্যান্ড ট্র্যাডিশনাল পীসমেকারস, ফিন চার্চ এইড, সাথিরাকোসেস নাগাপ্রদীপা ফাউন্ডেশন, ইসলামিক রিলিফ ওয়ার্ল্ডওয়াইড, ওয়ার্ল্ড কনফারেন্স অফ রিলিজয়নস ফর পীস, এবং ওয়ার্ল্ড ফেইথস ডেভেলপমেন্ট ডায়ালগ এর সমন্বয়ে বাস্তবায়িত হয়েছে।

এ প্রকল্প সম্পর্কে যেকোন তথ্যের জন্যে যোগাযোগ করুন প্রকল্প ব্যবস্থাপক এর ইমেইল ঠিকানায়ঃ

philip.gassert@kua.fi

SEA-AIR Project

Funded by the European Union

WORLD FAITHS DEVELOPMENT DIALOGUE

The Network for Religious and Traditional Peacemakers

FCA Finn Church Aid

Religions for Peace